দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 9 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নানা কৌশলে কোচিং বাণিজ্যে আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষকরা

ভ্রাম্যমাণ আদালত চান অভিভাবকরা

■ নিজামুল হক

সরকার নীতিমালা জারি করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করলেও রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষকরা এর কোন তোয়াক্কাই করছেন না। নীতিমালা অমান্য করে নানা কৌশলে তারা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। নীতিমালা যেন তাদের কাছে কোন বিষয়ই নয়। কোচিং করালে ঠেকাতে আসবে কে— এমন মনোভাব অধিকাংশ শিক্ষকের। ফলে স্কুলটির কিছু কিছু শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে রীতিমতো বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। অনেকে ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

নানা কৌশলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ জন্য বাসা পর্যন্ত পরিবর্তন করেছেন। আবার অনেকে বাসায় না পড়িয়ে গোপনে অন্য কোথাও শিক্ষার্থী পড়াচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এমপিওভুক্ত কয়েকজন শিক্ষক আলাদা ভবন ভাড়া নিয়ে স্কুলের নামে কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে অভিভাবকরা বলেছেন, সরকার নীতিমালা জারি এবং মনিটরিং কমিটি গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। মনিটরিং কমিটি কোন কাজই করছে না বলে তারা অভিযোগ করেন। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের আহবান জানিয়েছেন তারা।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আইডিয়াল স্কুলে ৪৫০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে স্কুলের মূল শাখায় প্রভাতি ও দিবা মিলিয়ে ১৫৮ জন, ইংরেজি ভার্সনে ৪৩ জন, কলেজ শাখায় ৫৭ জন, বনশ্রী শাখায় ১৩৬ জন এবং মুগদা শাখায় ৫৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় ১৪০ জন শিক্ষক সর্বনিম্ন ৫০ থেকে শুরু করে ৭শ' শিক্ষার্থী পড়ান। এছাড়া ১০ থেকে শুরু করে ৪৯ জন শিক্ষার্থী পড়ান অবশিষ্ট প্রায় সকল শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বনশ্রীর ই ব্লকের ১ নম্বর রোডের ৩১ নম্বর ভবনটি 'টিসার্চ কোয়ার্টার' নামে পরিচিত। এ ভবনের পাঁচ ফ্ল্যাটে থাকেন আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখার ৫ শিক্ষক। এর মধ্যে মতিউর রহমান পড়ান ইংরেজি, মতিয়ার রহমান পড়ান গণিত, শাহনাজ পারভীন পড়ান বাংলা, ইদ্রিস আলী পড়ান জীববিদ্যা এবং মোসলেউদ্দিন পড়ান ধর্ম। প্রতিবেশী ও শিক্ষার্থীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এ ভবনটিতে প্রতিদিন গড়ে আইডিয়াল স্কুলের দেড় হাজার শিক্ষার্থী আসা-যাওয়া করে।

বনশ্রীর সি ব্লকের ৪ নং রোডের ৩ নং বাসায় থাকেন আমিনুল বারী। তিনি গণিত বিষয়ে শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ান। একই ব্লক ও রোডের ৬ নং বাসায় ইংরেজি বিষয়ে পড়ান হামিদুর রহমান।

একই এলাকার বি ব্লকের ৪ নং রোডের ৬ নং বাসাটির নাম শাহীনুর ভিলা। এই বাসাটি আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষক আবদুল কাদিরের। বাসার নীচতলা ও দ্বিতীয় তলায় তিনি গণিত, রসায়নসহ বিজ্ঞানের বিষয় পড়ান। সবমিলিয়ে তিনি ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ান বলে জানা গেছে। এছাড়া বনশ্রীর বি ব্লকের ৭ নং রোডের ৪০/২ বাসায় বিজ্ঞান পড়ান মোয়াজ্জেম হোসেন। সি ব্লকের ৬ নং রোডের ৩৩ নং বাসায় ইংরেজি পড়ান কলিম মোর্শেদ।

৭৯৪ দক্ষিণ শাজাহানপুরের শিল্পী হোটেলের গলির বাসাটিতে কোচিং বাণিজ্য করছেন ৫ জন শিক্ষক। এরা সবাই আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষক। এই বাসায় প্রতিষ্ঠানের মুগদা শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক কাজল কান্তি বড়ুয়া পড়ান গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা, রফিকুল ইসলাম পড়ান সমাজ, মো. জিয়াদ এবং এস এম আলী পড়ান ইংরেজি। গোলাম মোস্তফা থাকেন ৫০৬ উত্তর শাজাহানপুরে। তিনি পড়ান গণিত ও ইংরেজি। শিক্ষার্থীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী তিনি দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ান।

২৮৬ উত্তর শাজাহানপুরে একটি বাসায় নুরুল আমিন পড়ান গণিত, পদার্থ ও রসায়ন। ৮৯৯ শহীদবাগে বাংলা পড়ান রোকনুজ্জামান রতন। ৩৩৭ উত্তর শাজাহানপুরে একটি বাসার দ্বিতীয় তলায় ইংরেজি পড়ান শরীফ শামছোহা পেনু। ৬৮৬ উত্তর শাজাহানপুরে ইংরেজি পড়ান নিজাম উদ্দিন কামাল। তিনি তিন শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ান। ৫৯২ উত্তর শাজাহানপুরে গণিত পড়ান মোকাদ্দেস হোসেন। ৪৯৪ শাজাহানপুরে ধর্ম পড়ান মাহরুল হাসান। এরা সবাই প্রায় একশ শিক্ষার্থী পড়ান। এছাড়া ৫৯১/১ শাজাহানপুরে (উত্তরা ব্যাংকের গলি) গণিত পড়ান আলী নেওয়াজ করিম, এজিবি কলোনীর ১৪ নং ভবনের ৯ নং গেটের নীচতলায় গণিত পড়ান জিদা হোসেন। তিনি শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ান।

এদিকে আইডিয়াল স্কুলের ৩ জন শিক্ষক ইংরেজির আবুল কালাম আজাদ, সমাজের মহসিন হাওলাদার, গণিত ও রসায়নের সুভাষ পোদ্দার এবং উপসহকারী প্রকৌশলী আতিকুর রহমান খান মিলে ৩৪৬ উত্তর শাজাহানপুরে তৈরি করেছেন রিয়েল আইডিয়াল স্কুল। স্কুল নাম হলেও এটি মূলত একটি কোচিং সেন্টার। এখানে রয়েছে ৮টি রুম। দিনের বিভিন্ন সময় এখানে শিক্ষার্থীরা এসে কোচিং করে। এছাড়াও সুভাষ পোদ্দার ৩৪৫ উত্তর শাজাহানপুরের একটি ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় তলায় প্রায় ৫শ' শিক্ষার্থীকে কোচিং করান।

হামিদুল হক নামে এক অভিভাবক জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকার উদ্যোগ নিলেও এর কোন বাস্তবায়ন নেই। প্রয়োজন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কঠিন অভিযান। যাতে কোচিং বাণিজ্যের মতো অপরাধ থেকে সকলে মুক্ত থাকতে পারেন।

কোচিং করানোর বিষয়ে আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষক আলী মুরতজা জানান, আমি তেমন কোচিং করাই না। ৩/৪ জন আসে, তাদেরই পড়াই। অপর শিক্ষক নিজাম উদ্দিন কামালের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, আমি স্কুলে মিটিং করছি। পরে কথা বলবো। পরে তার মোবাইলে ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। এছাড়া শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, কাজল কান্তি বড়ুয়াকে মোবাইল করা হলেও কেউই ফোন রিসিভ করেন নি।